# মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ৫১৪

মুসনাদে উসমান বিন আফফান (রাঃ) [উসমানের বর্ণিত হাদীস] (مسند عثمان بن عفان)

আরবী

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ، لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ عُثْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، وَقَالَ لِعَائِشَةَ: " اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ " فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي، ثُمَّ انْصَرَفْتُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ، وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ ". وقَالَ اللَّيْثُ: وَقَالَ جَمَاعَةُ النَّاسِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: " أَلَا أَسْتَحِي مِمَّنْ يَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

إسناده صحيح على شرط مسلم

حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وسعيد بن العاص: هو ابن سعيد بن العاص الأموي تابعي كبير وُلِدَ قبل وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتسع سنين، وقال أبو عمر: كان من أشراف قريش، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان

وأخرجه مسلم (2402) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 2 / 290 من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد

وأخرجه الطحاوي 2 / 290 من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، به. وانظر ما بعده

وسيأتي في مسند عائشة (الطبعة الميمنية 6 / 155 و167)

والمِرْط: كساء من الصوف، وربما كان من خزٍّ أو غيره

বাংলা

৫১৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়িশা (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) জানিয়েছেন যে, (একবার) আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি আয়িশার চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়েছিলেন। তিনি ঐ অবস্থাতেই আবু বকর (রাঃ) কে অনুমতি দিলেন। আবু বকর (রাঃ) তার নিকট যা বলার ছিল তা বলে চলে গেলেন। এরপর উমার (রাঃ) অনুমতি চাইলেন। তাঁকেও তিনি ঐ অবস্থায় অনুমতি দিলেন। তিনিও প্রয়োজনীয় কথা বলে চলে গেলেন। উসমান (রাঃ) বলেন, এরপর আমি তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি উঠে বসলেন এবং আয়িশাকে বললেনঃ তোমার কাপড় চোপড় দিয়ে নিজকে আচ্ছাদিত কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বললেন। তারপর আমি চলে গেলাম।

আয়িশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ব্যাপার কি, আপনাকে তো আবু বকর ও উমারের জন্য এতটা উদ্বিগ্ন হতে দেখলাম না, যতটা উসমানের জন্য হলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ উসমান একজন অতিশয় লাজুক ব্যাক্তি। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তাকে যদি আমার ঐ অবস্থায় (শুয়ে থাকা অবস্থায়) আসবার অনুমতি দেই, তাহলে হয়ত সে আমার সাথে তার প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারবে না।

(এই হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী) লায়স বলেন, একদল লোকের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে ব্যাক্তিকে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা পায়, আমি কি তাকে লজ্জা পাব না?

[মুসলিম-২৪০২, মুসনাদে আহমাদ-৫১৫]

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=63338

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন